Sanatan Dharma

সনাতন শাস্ত্র মতে, স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক মিলন কখন কোন সময় পাপ হয়ে থাকে?

সনাতন শাস্ত্র মতে, স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক মিলন কখন কোন সময় পাপ হয়ে থাকে?
শাস্ত্রে দাম্পত্য জীবনে দৈহিক মিলনের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট সময় ও তিথিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শাস্ত্রমতে, এই বিশেষ সময়ে মিলন করলে তা কেবল পাপ হিসেবে গণ্য হয় না, বরং দম্পতির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এবং অশুভ প্রভাব সৃষ্টি করে।

সনাতন শাস্ত্র মতে, স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক মিলন মাসে 2 বারের বেশি শাস্ত্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (গৃহস্তের ব্রহ্মচর্য পালন কারণেই)

1. নিষিদ্ধ তিথি: অষ্টমী, একাদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা--এই তিথিগুলোকেও শাস্ত্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

2. a)দিবাভাগ (দিনের বেলা): শাস্ত্রে দিনের বেলা শারীরিক মিলন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বলা হয়, দিনের বেলা মিলনের ফলে শরীরের তেজ বা ওজঃ কমে যায় এবং পরবর্তী সন্তান স্বল্পায়ু বা রুগ্ন হতে পারে।
b)সন্ধ্যাবেলা (প্রদোষ কাল): গোধূলি বা সন্ধ্যার সময়টি হলো উপাসনা ও ধ্যানের সময়। এই সময় মহাদেব ও দেবতারা বিচরণ করেন বলে বিশ্বাস করা হয়, তাই এই সময়টি অশুভ ফলদায়ক।

3. মাসিক ঋতুচক্র (Menstrual Cycle)
* স্ত্রীর ঋতুস্রাবের প্রথম চার দিন শারীরিক মিলন শাস্ত্রীয় ও স্বাস্থ্যগত উভয় দিক থেকেই নিষিদ্ধ। একে 'অশুচি' সময় হিসেবে গণ্য করা হয়।

4. বিশেষ ধর্মীয় ও শোকের সময়:-
a) পবিত্র উৎসবের দিন: জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি বা দুর্গাপূজার মতো বড় উৎসবের দিনে।
b) অশৌচ কাল: পরিবারে কেউ মারা গেলে বা সূতিকা অবস্থা (সন্তান জন্মের পর নির্দিষ্ট সময়) থাকাকালীন।
c) শ্রাদ্ধ তর্পণ: পিতৃপুরুষের তর্পণ বা শ্রাদ্ধের দিনে।

5. গর্ভাবস্থা ও বিশেষ অবস্থা:-

a)গর্ভাবস্থা: গর্ভধারণের নির্দিষ্ট মাস পর থেকে মিলন এড়িয়ে চলা উচিত (আয়ুর্বেদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কারণে)।
b) অসুস্থতা: স্বামী বা স্ত্রীর কেউ অসুস্থ থাকলে জোরপূর্বক মিলন পাপের পর্যায়ভুক্ত।

শাস্ত্র অনুযায়ী, গৃহস্থ জীবনে কামকে 'যজ্ঞ' বা পবিত্র কাজ হিসেবে দেখা হয় যদি তা নিয়ম মেনে করা হয়। নিয়মহীন এবং কেবল অতি-আসক্তিমূলক মিলনকে 'রাক্ষসী প্রবৃত্তি' বলা হয়, যা মানুষের তেজ ও আয়ু ক্ষয় করে।

Published on: Feb, 19 2026 14:22